সাংবাদিকদের সাথে সংলাপ
শিশু অধিকার রক্ষায় অগ্রগতি: প্রত্যাশা ও প্রতিবন্ধকতা
চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ (CRAC, B)

জাতীয় প্রেস ক্লাব
১৯ নভেম্বর ২০২৪, দুপুর ০১.০০ টা

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ (CRAC, B) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। এ কোয়ালিশন বাংলাদেশে শিশু অধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত অন্যতম একটি সক্রিয় জোট যা ২০১৩ সাল থেকে কাজ করছে। জোটটি দেশের প্রথম সারির ১৪ টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, শিশু অধিকার প্ল্যাটফর্ম, সংগঠন এবং ফোরামের সমন্বয়ে গঠিত। যার মধ্যে রয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যাসেম্বলি-উদ্দীপন (সচিবালয়), এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, শাপলা নীড়, এসওএস শিশু পল্লী, টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) শুরু থেকেই এর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ২০১৮ সাল থেকে কোয়ালিশনের সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। কোয়ালিশনের মূল লক্ষ্য,শিশু অধিকার সংক্রান্ত সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সময়ে সময়ে সরকারের সাথে শিশু অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে অ্যাডভোকেসি করা।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কোয়ালিশন সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর), এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কমিটির আওতায় বিশেষত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (ইউএনসিআরসি) প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো, কোয়ালিশন একটি শিশু অধিকার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং ইউপিআর ও ইউএনসিআরসি প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকরী ফলো-আপ অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোয়ালিশনের লক্ষ্য হল এই প্রক্রিয়ায় নাগরিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করা। পাশাপাশি, সরকার, গণমাধ্যম ও অন্যান্য অংশীজনের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সমর্থন ও কার্যকর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা জোরদার করা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এ কোয়ালিশনের সচিবালয় হিসেবে নিয়মিতভাবে শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ করছে। এছাড়া, কোয়ালিশন নিয়মিতভাবে শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ও বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করে। এরই ধারাবহিকতায় সাংবাদিকদের সাথে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়।

এ সংলাপ আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- বাংলাদেশের সমসাময়িক শিশু অধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে কোয়ালিশনের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা।
- সারা বছর গণমাধ্যমকর্মীরা শিশুদের নিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করেন। তাদের সেসব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশু অধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে তাদের মতমত গ্রহণ।
- শিশু অধিকার রক্ষায় কোয়ালিশন ও গণমাধ্যমকর্মীরা কিভাবে একযোগে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করা।
- শিশু অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

এরই ধারাবাহিকতায়, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)- এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের প্রথম দশ মাসের (জানুয়ারি- অক্টোবর) শিশুর প্রতি সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রাপ্ত উপাত্ত বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আসক- এর এসকল তথ্য ও উপাত্ত দেশের বহুল প্রচলিত ১০ টি দৈনিক পত্রিকা ও গ্রহণযোগ্য অনলাইন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এবং কিছুক্ষেত্রে নিজস্ব সূত্রমতে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সাংবাদিকবৃন্দ,

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০২৪ সাল জুড়েও, হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, বলাৎকার, অনলাইনে যৌন হয়রানিসহ শিশুর প্রতি নানা সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত থেকেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাবমতে, এ সময়কালে শারীরিক নির্যাতনের কারণে মৃত্যু, সহিংসতার কারনে মৃত্যু, ধর্ষণের পরে হত্যা, ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা, অপহরণ ও নিখোঁজের পর হত্যাসহ বিভিন্ন কারণে নিহত হয় মোট ৪৮২ জন শিশু।

সম্প্রতি সিলেটের কানাইঘাটে ছয় বছর বয়সী শিশু মুনতাহা সাবেক গৃহশিক্ষিকা দ্বারা অপহরণ ও হত্যার শিকার হয় (প্রথম আলো,১০/১১/২০২৪) । এছাড়া, কুমিল্লার তিতাসের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ছোড়া স্কেলের আঘাতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর (৭) একটি চোখ নষ্ট হওয়ার শঙ্কা করছে শিশুটির পরিবার (প্রথম আলো,০৭/০৯/২০২৪) । উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রথম দশ মাসে ৩৯ জন শিশু শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারি ২০২৪, ঢাকা থেকে লালমনিরহাটের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনে ভুলবশত উঠে পড়া এক কিশোরীকে (১৪) কেবিনে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। লালমনিরহাটগামী ‘লালমনি এক্সপ্রেস’ ট্রেনে এ ঘটনা ঘটে (প্রথম আলো ,১৭/১/২০২৪)। গণপরিবহনে সংঘটিত এই ধরনের হীনতর ঘটনা আমাদের কে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবায়। এছাড়া, গত ২০ এপ্রিল ২০২৪ রাজধানীর মিরপুর-১ এর সনি সিনেমা হলের পাশে মানসিক ভারসাম্যহীন শিশুকে (১১) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে সনি সিনেমা হলের কাছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় (যুগান্তর,২১/৪/২০২৪)। ২০২৪ সালের প্রথম ১০ মাসে ধর্ষণের শিকার হয় ২১৭ জন শিশু, ১৫ শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়, ধর্ষণ চেষ্টার শিকার ৬১ ও যৌন হয়রানির শিকার হয় ৩৪ জন শিশু।

যার মধ্যে শিক্ষক দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৮৫ জন এবং বলাৎকারের শিকার হয়েছে ৩২ ছেলে শিশু। এছাড়া, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারের পর রাজশাহী শহরের ১০ বছরের কম বয়সী ৩০ জন স্কুলছাত্রকে যৌন নিপীড়নের ঘটনা আলোচনায় আসে (ডেইলি স্টার বাংলা, ১৯/৫/২০২৪) । ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এইসব প্রতিরোধে আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক আইন প্রণয়ন করা জরুরি।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রথম দশ মাসে নিহত শিশুর সংখ্যা ৪৮২ জন। ২০২৩ সালের প্রথম দশ মাসে যা ছিল ৪২১ জন। এছাড়া ২০২৪ সালের প্রথম দশ মাসে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয় ৫৮০ জন শিশু, তবে, ২০২৩ সালের প্রথম দশ মাসে এ সংখ্যা ছিল ৯২০।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি আবাসিক ভবনের নবম তলা থেকে পড়ে কিশোরী গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রীতি উড়ান (১৫) নামের ওই কিশোরী উক্ত ভবনের সৈয়দ আশফাকুল হকের বাসায় গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করতেন (যুগান্তর, ৭/২/২০২৪) । উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রথম দশ মাসে ৩ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হোন। কোয়ালিশন মনে করে, গৃহকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন ও সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক।

জুলাই- আগস্ট ২০২৪ এ সময়কালে, বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন সরকার আন্দোলন দমনে শক্তিপ্রয়োগ করে,ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করে কারফিউ জারী করে। আসক- এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ১২১ জন শিশু মারা যায়। ১৯ জুলাই ২০২৪ পরিবারের সবার সঙ্গে বাসার ছাদে গিয়েছিল ৬ বছরের ছোট্ট শিশু রিয়া গোপ। হঠাৎ গুলি এসে লাগে রিয়ার মাথায়, পাঁচ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় সে (সমকাল, ২৫/৬/২০২৪)। এছাড়া একই দিনে যাত্রাবাড়ীতে বারান্দায় দাঁড়ানো ৪ বছরের শিশু আহাদের ডান চোখে গুলি লাগে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ জুলাই সে মৃত্যুবরণ করে (সমকাল, ২৬/৬/২০২৪)।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষায় বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও শিশুদের পরিস্থিতি আশানুরুপ অগ্রগতি অর্জন করেনি কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন ঘটেনি। এসব পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জন্য কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবর্তিত পিরিস্থিতিতে নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দিনের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে আশাবাদ জাগ্রত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কোয়ালিশন মনে করে বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করতে হলে শিশুদের জন্যও একটি সহিংসতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যহীন সমাজ নিশ্চিত করার উদ্যোগসমূহ জোরদার করতে হবে। দু:খজনক হলেও সত্য এখন পর্যন্ত আমরা শিশুদের নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব বেশি পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ লক্ষ্য করছি না। কোয়ালিশন মনে করে, জরুরি ভিত্তিতে অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিশুদের অধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো আরো কার্যকর করা,জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং আরো নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের মনে রাখতে, আজকের শিশুরাই আগামীর তরুণ। তারাই দেশ ও জাতিকে সামনে

এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তাদের জন্য সুন্দর বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনোযোগ প্রদানের সময় এখনই।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পরিসংখ্যান ও পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কোয়ালিশন নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে প্রস্তাব করছেঃ

- জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর একটি অভিন্ন সংজ্ঞা এবং সবক্ষেত্রে শিশুর বয়স সুনির্দিষ্ট করতে প্রাসঙ্গিক আইনগুলো সংশোধন করা।
- যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় আহত ও নিহত শিশুদের পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য তালিকা প্রকাশ করা।
- নিহতের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহত শিশুদের জন্য সুচিকিৎসা ও পুর্ণবাসন ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের জন্য পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা এবং দ্রুততার সাথে পৃথক শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা।
- শিশুদের সাথে প্রাক-বাজেট এবং বাজেট-পরবর্তী পরামর্শ সভার আয়োজন করা। আগামী অর্থবছর থেকে, পর্যায়ক্রমে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ও প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রকাশ করা।
- শিশু আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে, শিশু সহায়তা ডেস্ক গঠন করা, প্রতিটি থানায় শিশুদের সহায়তার জন্য পৃথক পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা।
- সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে বাড়িতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, আবাসিক প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন কাঠামোতে শিশুদের উপর শারীরিক এবং অপমানজনক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করে শিশু আইন ২০১৩-এ একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
- শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোর দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা।
- ধর্ষণের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ করা, এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনের যথাযথ সংশোধনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া।
- অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ রোধ করতে বিদ্যমান আইনগুলিতে; যেমন, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২, শিশু আইন ২০১৩ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এ; সাইবার অপরাধের নতুন রূপগুলিকে সংজ্ঞায়িত এবং অন্তর্ভুক্ত করা।
- শিশু পাচার সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের, বিশেষ করে সাতটি মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানো।
- শিশুদের মনস্তাত্তিক সমস্যা, আঘাত বা ব্যাধি কাটিয়ে উঠতে মনোসামাজিক সহায়তা (যেমন, কার্যকর কাউন্সেলিং, সাইকোথেরাপি) নিশ্চিত করা।
- বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে বাল্যবিয়েকে শুরুতেই বাতিল *(Void ab Initio)* ঘোষণা করে একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা, কেননা আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও এই বিয়েগুলি অবৈধ হয় না।
- বাল্যবিয়ে নিরোধে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলোর কার্যক্রম জোরদার করা।
- বাল্যবিয়ে নিরোধে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি কে ডিজিটালাইজেশন করা।
- মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি অভিন্ন এবং বৈষম্যহীন পাঠ্যক্রম ও পাঠদান পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা; জবাবদিহিতা এবং সকল শিশুর জন্য

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ আইন প্রণয়ন করা, এবং আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুস্বাক্ষর করা।
- আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রোটোকল ৩ (যোগাযোগ প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের তৃতীয় প্রটোকল) অনুস্বাক্ষর করা এবং অনুসমর্থন করা।
- চতুর্থ পর্বের ইউপিআরে প্রাপ্ত শিশু অধিকার বিষয়ক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসাপক্ষে একটি সুনির্দষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পযর্লোচনা করে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আওতায় পিরিওডিক প্রতিবেদন প্রদান।

ধন্যবাদ সবাইকে।